



বিষয় - কাব্যশাস্ত্র

Bharatiya Vidyacharcha : A researcher's Academy

LET YOUR DREAMS COME TRUE

Qualify for -

NET, JRF, SET, WBSLST, WBTET, WBPTET & CTET

Now in - Belur Math & Purulia

Reach us on these numbers – 8777496117/ 8016158491

[Type here]

VIDYACHARCHA – 8777496117/8016158491





गुण प्रश्नान

रीति प्रश्नान ओ गुण प्रश्नान अनेकांशेई एके अपरेर सांथे संयुक्त एवंप परस्पर परिपूरक । तई गुण-रीति प्रश्नान एईतावे एकसांथेई दुट्टी नाम उल्लिखित हते देखा याय । गुणप्रश्नाने अलंकारिक हिसावे दंतीर नाम प्रसिद्ध । तौरं ग्रंथ काव्यादर्शे गुण सम्पर्के एकटा स्पष्ट धारणा उपलब्ध हय । तिनि काव्यरचनार क्षेत्रे अनेक मार्ग थाकलेओ तादेर मध्ये पार्थक्य अति सूक्ष्म एकथा बलेछेन । तवे प्रधान ये दुट्टी मार्गेर उल्लेख करेछेन – वैदर्भी ओ गौडीया, एदेर मध्ये प्रभेद सुस्पष्ट । एवंप एदेर प्रभेदेर कारण हिसावे तिनि गुणेर वैषम्यकेई स्वीकार करेछेन । येमन –

अन्त्येक गिरां मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परम् ।

तत्र वैदर्भगौडीयो वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरो ॥ (काव्यादर्शः – १.४०)

दंती मते गुणेर संख्या - १० टि । यथा –

श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता।

अर्थव्यक्तिरुदारत्व-मोजःकांतिसमाधयः ॥

इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दश गुणाः सूताः ।

एषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौडवर्त्तनि ॥ (काव्यादर्शः – १.४१-४२)

एई १० टि गुण हलो वैदर्भी मार्गेर प्राणस्वरूप । गौडीया मार्गे साधारणत एदेर विपर्यय देखा याय ।

एथन श्लेष प्रभृति १० टि गुणेर लक्षण निम्ने लिपिबद्ध करा हल –

१. श्लेष - श्लिष्टमस्फुटशैथिल्यमल्लप्राणास्फुरोत्तरम्

शिथिलं मालतीमाला लोलालिकलिता यथा ॥

अर्थां - ये पदविन्यासे अल्लप्राण वर्णेर आधिक्य थाके एवंप कोमलता थाके , किन्तु शिथिलता थाके ना ताकेई श्लेष गुणयुक्त रचना बला हय । गौडीयगण एईरूप रचना पछन्द करेन ।

२. प्रसाद – प्रसादवंप प्रसिद्धार्थमिन्दोरिन्दीवरद्व्यति ।

लम्ब लम्बीं तनोतीति प्रतीतिसुभगं वचः ।

अर्थां प्रसिद्ध अर्थे पदप्रयोगेर फले ये वाक्येर अर्थबोध सहज हय ताके प्रसादगुणविशिष्ट रचना बला हय ।

३. समता- समं वक्षेस्वविषमं ते मृदुस्फुटमध्याः

वक्ता मृदुस्फुटोन्मिश्र-वर्णविन्यासयोनयः ॥

अर्थां कोमल, कर्कश ओ मिश्रवर्णेर विन्यास भेदे तिनप्रकार वक्तेर कोन एकटि र समभाव ये रचनय थाके ताके समता गुणयुक्त बला हय ।

४. माधुर्य – मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्तिः ।

येन माद्व्यंति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः ॥

[Type here]

VIDYACHARCHA – 8777496117/8016158491





অর্থাৎ ভ্রমেরা যেমন মধুপানে মত্ত হয়, সেরূপ শব্দার্থে যে রসের উপস্থিতির ফলে সহৃদয় কাব্যরসিক মত্ত হয়, সেই সরস শব্দার্থযুক্ত রচনাকে মাধুর্যগুণযুক্ত বলা হয়।

৫. সুকুমারতা - অনিষ্টুরাক্ষরপ্রায়ং সুকুমারমিহেষ্যতে।

বন্ধশৈথিল্যদোষস্ত দর্শিতঃ সর্বকোমলে॥

অর্থাৎ যে রচনায় অধিকাংশ বর্ণই কোমল, সেখানে সুকুমারতা গুণ থাকে।

৬. অর্থব্যক্তি - অর্থব্যক্তিরনেয়ত্বমর্থস্য হরিণোদ্ধতা।

কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়ে যেখানে বাক্যের অর্থবোধ করতে হয় না সেখানে থাকে অর্থব্যক্তি গুণ।

৭. উদারতা - উৎকর্ষবান্ গুণঃ কশ্চিদ্ যস্মিন্মুক্তে প্রতীয়তে।

তদুদারাহুয়ং তেন সনাথা কাব্যপদ্ধতিঃ ॥

অর্থাৎ যে রচনার কোন উৎকৃষ্ট গুণ প্রকাশিত হয়, সেখানে থাকে উদারতা গুণ। তার দ্বারাই কাব্যমার্গ সনাথ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট হয়।

৮. ওজঃ - ওজঃ সমাসভূয়ত্ত্বমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্।

রচনায় সমাসবাহুল্যের প্রয়োগে উৎপন্ন হয় ওজগুণ এবং এই গুণ গদ্যরচনার প্রাণস্বরূপ।

৯. কান্তি - কান্তং সর্বজগৎকান্তং লৌকিকার্থানতিক্রমাৎ

তচ্চ বার্তাভিধানেষু বর্ণনাস্বপি দৃশ্যতে ॥

অর্থাৎ বাস্তবতাকে লঙ্ঘন না করে সর্বমনোরঞ্জক বর্ণনায় উৎপন্ন হয় কান্তি গুণ। পরস্পর সংলাপের সময় বা কোন কিছু ঘটনার বর্ণনায় এই গুণের প্রয়োগ করা হয়।

১০. সমাধি - অন্যধর্মন্ততোন্যত্র লোকসীমানুরোধীনা।

সম্যাগাধীয়তে যত্র স সমাধিঃ স্মৃতো যথা ॥

অর্থাৎ এক পদার্থের গুণ বা বৈশিষ্ট্য অন্য পদার্থের উপর যথাযথভাবে আরোপিত হলে সমাধি গুণ উৎপন্ন হয় ॥

ভামহ ৩টি গুণ স্বীকার করেছেন - মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ।

দণ্ডী ও বামনের মতে ১০ টি।

মম্বট মতে গুণের সংখ্যা ১০ টি হলেও তিনি রসের উপযোগী হিসাবে - মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই ৩ টি গুণের কথাই উল্লেখ করেছেন।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ১০ টি গুণ স্বীকার করেছেন, কেবল তাদের লক্ষণ নির্ণয়ে ভিন্নতা দেখিয়েছেন।

[Type here]

VIDYACHARCHA - 8777496117/8016158491



ধ্বনি প্রস্থান



অলংকার, গুণ বা রীতি এই সবকিছুই বস্তুতঃ কাব্যের বহিঃসঙ্গ উপাদান। এই সকল প্রস্থানের আলংকারিকরা কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের অন্বেষণে অক্ষম ছিলেন বা এই তত্ত্বগুলি ব্যতীত ভিন্ন কিছু তত্ত্ব তাদের চিন্তার মধ্যেই আসেনি। কিন্তু তথাপি যেসব আলংকারিকরা এখানেও থামতে পারে নি, তার কারণ তারা দেখেছেন যা শ্রেষ্ঠকাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া। শব্দার্থমাত্রে যা প্রকাশিত হয় তাই যদি কাব্যের বস্তুব্য বিষয় হত তাহলে যার যার শব্দার্থের জ্ঞান আছে সেই সকলেরই কাব্যের আশ্বাদন হত, কিন্তু তা তো হয় না। বরং কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞেরা বা সহৃদয়ব্যক্তিরাই কাব্যরস আশ্বাদনে সমর্থ হয় – “শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেনৈব ন বেদ্যতে

বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্”।

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠকাব্য সর্বদাই নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যাঞ্জনা করে। আলংকারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মাস্তরের অভিব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন ধ্বনি। যথা -

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থো

ব্যক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ ॥

অর্থাৎ যেখানে অর্থ বা শব্দ নিজেকে অথবা অর্থকে গৌণ করে সেই প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে, সেই কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতরা ধ্বনি বলে থাকেন।

এই প্রস্থানের প্রধানাচার্য হলেন আচার্য আনন্দবর্ধন।

ধ্বন্যালোক গ্রন্থের প্রথমেই তিনি বলেছেন কাব্যের আত্মা যে ধ্বনি তা পূর্বেই প্রচলিত ছিল। বিরোধিপক্ষসমূহের খণ্ডন করে ধ্বনির প্রতিষ্ঠাতা যেহেতু তিনি তাকেই এই প্রস্থানের পরমাচার্য বলা হয়। তাঁর মতে - কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্ধঃ সমান্নাতপূর্বস্তস্যাত্মাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্যে। কেচিদ্ভাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমুচুস্তদীয়ং তেন ক্রমঃ সহৃদয়মনঃপ্রীত্যে তৎস্বরূপম্।

এই অংশটিতে ধ্বনিকার ৩টি ধ্বনিবিরোধি পক্ষের উল্লেখ করেছেন - **অভাববাদ, ভাক্তবাদ ও অনির্বচনীয়তাবাদ।**

প্রথম পক্ষ – (তস্যাত্মাবং জগদুরপরে) ১. গুণ-অলংকার প্রভৃতি কাব্যশোভাকর ধর্ম থেকে পৃথক কোন ধ্বনি নামক পদার্থ নেই এটি হল এই পক্ষের আলংকারিকদের বস্তুব্য। ২. আবার, প্রসিদ্ধ প্রস্থানে উল্লিখিত পথকে ত্যাগ করে নতুন কিছু করলে তা কখনোই বিদগ্ধজনের অভিসম্মত হবে না। ৩. এবং ধ্বনি কোন অপূর্ব সৃষ্টি নয়, কাব্যশোভাকর ধর্মসমূহের মধ্যে কোন কিছুতে তার অন্তর্ভাব হবেই। - এই ভাবে অভাবাদীদের আবার ৩টি পক্ষ সম্ভব।

দ্বিতীয় পক্ষ – (ভাক্তমাহুস্তমন্যে) এই পক্ষের ব্যক্তিদের অভিমত হল- বাচ্যার্থ থেকে ভিন্ন অর্থও অভিধা শক্তির দ্বারাই আক্ষিপিত হয়। তাঁদের মতে ধ্বনি হল – ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ।

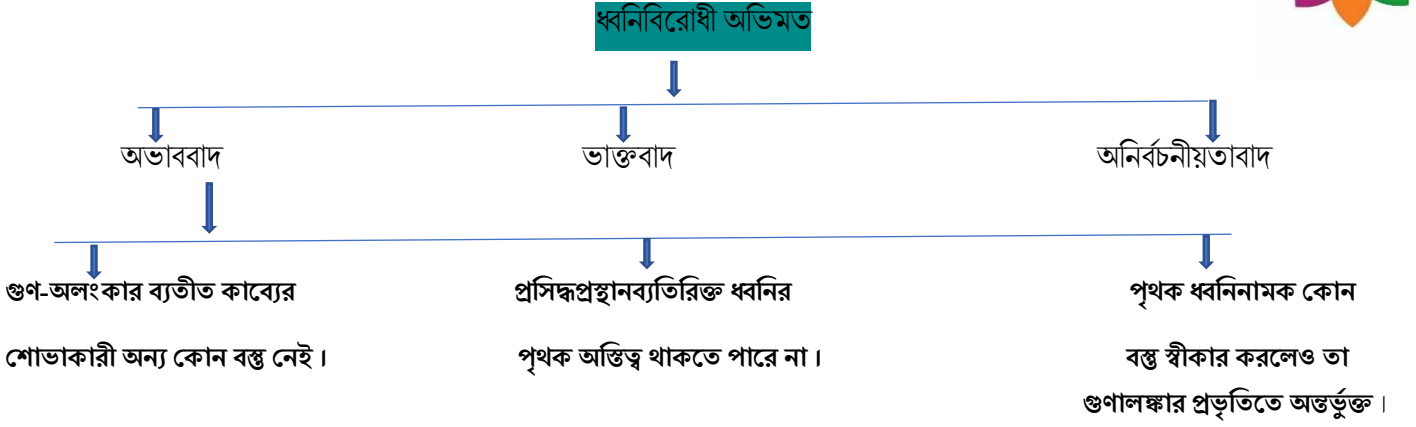
তৃতীয় পক্ষ – (কেচিদ্ভাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমুচুঃ) এই পক্ষের মতে ধ্বনি অনির্বচনীয়। অর্থাৎ ধ্বনি কেবল সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য ব্যাপার, বাগ্ম্যপারের সাথে তার সম্বন্ধ নেই।

এইভাবে প্রতিপক্ষীরা ধ্বনিবাদের বিরোধিতা করেছেন বিবিধভাবে, কিন্তু তাতে ধ্বনিবাদীরা মোটেই বিচলিত হননি। বরং তাঁরা প্রত্যেকটি বিরুদ্ধ অভিমতকে খণ্ডন করে যথাযথ যুক্তির সাহায্যে ধ্বনিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন।

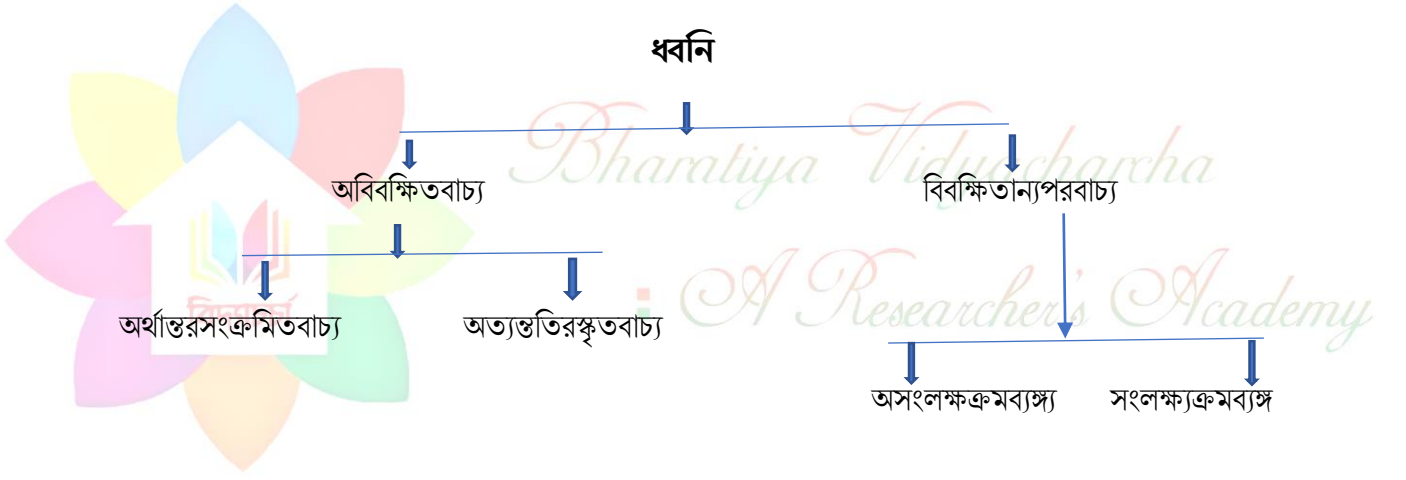
[Type here]

VIDYACHARCHA – 8777496117/8016158491





আনন্দবর্ধন ত্রিবিধ ধ্বনির কথা উল্লেখ করেছেন – **বস্তুধ্বনি, রসধ্বনি ও অলংকারধ্বনি**। এবং এদের মধ্যে রসধ্বনিকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন।



ঔচিত্যবাদ

এই সিদ্ধান্তের প্রধান আচার্য হলেন আচার্য **ক্ষেমেন্দ্র**। তিনি তাঁর **ঔচিত্যবিচারচর্চা** গ্রন্থে ঔচিত্যের স্বরূপ প্রভৃতি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

সম্পূর্ণ জগৎ সংসারে আমরা দেখতে পাই প্রতিটি বস্তুই একটা নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারিত আছে। সেই বস্তুগুলি স্থানচ্যুত হলে অশোভন দেখায়। বলা হয় – **স্থানভ্রষ্টা ন শোভন্তে দত্তাঃ কেশা নখা নরাঃ**। এই নিয়ম কাব্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই প্রসিদ্ধ সমস্ত আলংকারিককেই ঔচিত্যের গুরুত্বকে নির্দিধায় স্বীকার করতে দেখি।

আচার্য আনন্দবর্ধন এই বিষয়ে যুক্তিগত আলোচনা করেছেন –

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদৃ রসভঙ্গস্য কারণম্।

ঔচিত্যোপনিবন্ধস্ত রসস্যোপনিষৎ পরা। - ইতি।

(রসের বিনাশক হল অনৌচিত্য, আর রসসম্পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল ঔচিত্য)

[Type here]

VIDYACHARCHA – 8777496117/8016158491





আবার অভিনবগুপ্তকেও বলতে শুনি – যতিশরীরং কটকাদিযুক্তং হাস্যাবহং ভবতি অলংকারস্যানৌচিত্যাতং ।

অর্থাৎ - যোগীর শরীরে স্বর্ণালঙ্কার প্রয়োগ যেমন হাস্যাবহ হয় তেমনি অনুচিত অলংকার্য হাস্যোদ্রেগ ঘটায় । (অর্থাৎ আত্মভূত রসের অস্তিত্ব না থাকলে, অলংকার প্রভৃতির প্রয়োগও অশোভন হয়) ।

আচার্য কুন্তকও বক্রোক্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন ঔচিত্যের উপর ভিত্তি করেই । তিনি বলেছেন – তত্র পদস্য তাবদৌচিত্যং বক্রতায়াঃ পরং রহস্যম্ ।

ক্ষেমেন্দ্রের মতে ঔচিত্য হল রসের প্রাণস্বরূপ । যে কাব্যে ঔচিত্য নেই সেই কাব্যে গুণ-অলংকার প্রভৃতির সন্নিবেশ বৃথা প্রযত্ন মাত্র । তাই তিনি বলেছেন –

অলংকারাত্ত্বলংকারা গুণা এব গুণাঃ সদা ।

ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবীতম্ ॥

আবার , কণ্ঠে মেখলয়া নিতম্বফলকে তারেণ হারেণ বা

পাগৌ নূপূরবন্ধেন বা চরণে কেয়ূরপাশেন বা ।

শৌর্যেণ প্রণতে রিপৌ করুণয়া নায়াত্তি কে হাস্যতাম্

ঔচিত্যেন বিনা রুচিং প্রতনুতে নালংকৃতির্নো গুনাঃ ॥

(অলংকার বা গুণ কোনোটিই ঔচিত্যবিনা শোভন হয় না । কণ্ঠে যদি কেও মেখলা ধারণ করে, নিতম্বে হার পরিধান করে, হাতে নূপূর আর পায়ে কেয়ূর ধারণ করে, প্রণতজনের প্রতি বীরত্বপ্রকাশ আর শত্রুর প্রতি করুণা প্রকাশ করে তাহলে তা হাস্যকরই হয়ে থাকে)

এইভাবেই তিনি দেখিয়েছেন অস্থানে ভূষণ বিন্যাস যেমন হাস্যকর হয় তেমনি ঔচিত্যব্রষ্ট কাব্যে অলংকারাদি উপস্থাপনও ব্যর্থ হয় ।

ক্ষেমেন্দ্র মতে ঔচিত্যের স্বরূপ হল –

উচিতং প্রাহুর্নাচার্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ

উচিতস্য চ যো ভাবস্তদৌচিত্যং প্রচক্ষতে ॥ (ঔচিত্যবিচারচর্চা – ১/৭)

যৎ কিল যস্যানুরূপং তদুচিতমুচ্যতে। তস্য ভাবমৌচিত্যম্ ॥ (যেটা যার অনুরূপ তাকে উচিত বলে , এবং তার ভাব হল ঔচিত্য)

বক্রোক্তিবাদ

এই প্রস্থানের পরমাচার্য হলেন আচার্য কুন্তক । যদিও ভামহ বহু পূর্বেই সর্বপ্রকার অলংকারের মূলীভূত তত্ত্ব হিসাবে বক্রোক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । কিন্তু কুন্তকই বক্রোক্তিকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন । ভামহ বক্রোক্তিকে শব্দার্থনিষ্ঠ অলংকারের মূল হিসাবে প্রতিপাদন করেছেন কিন্তু কুন্তকের সিদ্ধান্তে বক্রোক্তি যেভাবে কবিকল্পনার সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে এবং কাব্যের স্বরূপ বিচারের ক্ষেত্রে এর যেরূপ মৌলিকতা ও ব্যাপকতা বক্রোক্তিজীবিতকার নানাবিধযুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে যেভাবে ব্যবস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন সেই দৃষ্টিতে এই উভয়ের বক্রোক্তির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ।

[Type here]

VIDYACHARCHA – 8777496117/801615849





প্রসঙ্গক্রমে ভামহোক্ত বক্রোক্তিবিশয়ক মন্তব্যটি এখানে তুলে ধরা হলো –

সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে ।

যত্নোঃস্যাং কবিনা কার্যঃ কোঃলংকারোঃনয়া বিনা ॥ ইতি

কুন্তকমতে বক্রোক্তি হল - বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভগিতি ।

অর্থাৎ কবি নিজ প্রতিভায় যখন বক্তব্য বিষয়টিকে এক মনোহর ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেন এবং যখন একটি সাধারণ লৌকিক বিষয়ও অলৌকিক রমণীয় আশ্বাদ জন্মায় তখন সেখানে বক্রোক্তির আশ্রয় গৃহীত হয়েছে বুঝতে হবে ।

তাঁর মতে কাব্যের স্বরূপ – শব্দার্থো সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি ।

বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহাদকারিণি ॥

অর্থাৎ, বিচিত্র কবিব্যাপার সমন্বিত, কাব্যতত্ত্বজ্ঞদের আনন্দজনক যে বাক্যবিন্যাসে শব্দ ও অর্থ পরস্পরান্বিত হয়ে বিশেষরূপে অবস্থান করে, তাকে কাব্য আখ্যা দেওয়া হয় ।

কুন্তকমতে বক্রোক্তি ৬ প্রকার –

কবিব্যাপারবক্রত্বপ্রকারাঃ সম্ভবন্তি ষট্ ।

প্রত্যেকং বহবো ভেদান্তেষাং বিচ্ছিত্তিশোভিনঃ ॥(১.১৮)

যথা – বর্ণবিন্যাসবক্রতা, পদপূর্বাব্রবক্রতা, প্রত্যয়বক্রতা, বাক্যবক্রতা, প্রবন্ধবক্রতা ও প্রকরণবক্রতা ॥

বিদ্যাচর্চা



Bharatiya Vidyacharcha

■ *A Researcher's Academy*

[Type here]

VIDYACHARCHA – 8777496117/8016158491



Online Self-improvement Mocktest

Sub-Sanskrit NET JRF



Bharatiya Vidyacharcha
A Researcher's Academy

Keep Practicing keep Learning.

☎8777496117/8016158491

Payable

■ Total 6000+ Selective
MCQ Questions

🕒 Duration -One year.

📅 Exam Schedule-

Saturday & Sunday in
Every week

🎯 Coverage- Total UGC
Sanskrit Syllabus

Non payable

■ Total 1000+ Selective
MCQ Questions

🕒 Duration -One year.

📅 Exam Schedule-

Saturday & Sunday in Every
week

🎯 Coverage- Total UGC
Sanskrit Syllabus

[Type here]

VIDYACHARCHA – 8777496117/8016158491